গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
সংসদ ও সমন্বয় শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

বিষয়: নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে সম্পর্কিত জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৯ গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়
তারিখ	:	০১-০৯-২০২১ খ্রি:
সময়	:	বেলা ০৩.০০ ঘটিকা
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষ।

সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট-ক।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত করে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে যুগ্মসচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কার্যপত্র সভায় উপস্থাপন করেন। সংস্থাসমূহের প্রধান, প্রতিনিধি, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। যুগ্ম সচিব (প্রশাসন) সভায় জানান যে, জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৯-এ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্বল্পমেয়াদি ০২টি, মধ্যমেয়াদি ০৫ টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ০২টিসহ সর্বমোট ০৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত ০৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে স্বল্পমেয়াদি ০১টি, মধ্যমেয়াদি ০২টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ০১টি সিদ্ধান্তসহ মোট ০৪ সিদ্ধান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিত সভায় নিষ্পন্ন দেখানো হয়েছে। এছাড়াও স্বল্পমেয়াদি ০২ নং সিদ্ধান্তটিও বাস্তবায়িত হয়েছে। বর্তমানে মধ্যমেয়াদি ৩টি ও দীর্ঘমেয়াদি ১টিসহ মোট ৪টি সিদ্ধান্ত অবাস্তবায়িত রয়েছে। সভায় অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্তসমূহের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

মধ্যমেয়াদী :

ক্রমিক	জেলা প্রশাসক সম্মেলনের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
০২.	লক্ষ্মীপুরের মতিরহাট থেকে ভোলা ফেরি সার্ভিস চালুর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (প্রস্তাবকারীঃ জেলা প্রশাসক ভোলা)	সভায় যুগ্মসচিব (টিসি) জানান যে, ভোলা-লক্ষ্মীপুর রুটের ফেরি ঘাট মতিরহাটে স্থানান্তরের জন্য লক্ষ্মীপুর-রামগতি প্রধান সড়কে তোরাবগঞ্জ হতে মতিরহাট পর্যন্ত বিদ্যমান ১১ কিঃমিঃ পাকা সড়কটি বাস /ট্রাক চলাচলের উপযোগী করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গত ১৫/১০/২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ হতে অগ্রগতি জানা যায়নি। এ বিষয়ে গত ০৩-০৬-২০২১ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ কে তাগিদপত্র প্রদান করা হয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, ফেরি চলাচলের জন্য ঘাট নির্মাণ প্রয়োজন যা বিআইডব্লিউটিএর আওতাভূক্ত এক্ষেত্রে বিআইডব্লিউটিএকে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভূক্ত করা প্রয়োজন। চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, ভোলা-লক্ষ্মীপুর রুটের লক্ষ্মীপুর প্রান্তে মজুচৌধুরীরহাট এলাকায় একটি ফেরীঘাট বিদ্যমান আছে। মতিরহাট এলাকায় বাস /ট্রাক চলাচলের উপযোগী সড়ক নেই। তাছাড়া মতিরহাট এলাকায় নদী বর্ষামৌসুমে উত্তাল থাকে। এখানে ঘাট নির্মাণ করা হলে ঘাট ভেঙ্গে যাওয়ার	ভোলা-লক্ষ্মীপুর রুটের ফেরি ঘাট মতিরহাটে স্থানান্তরের বিষয়টি সরজমিনে পরীক্ষা করে প্রতিবেদন প্রদানের জন্য যুগ্ম-সচিব (টিএ) এর নেতৃত্বে বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করতে হবে। কমিটিকে ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।	যুগ্মসচিব (টিএ), মন্ত্রণালয়ের টিএ ও টিসি অধিশাখা এবং বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসি

		ঝুঁকি থাকে। উত্তাল অবস্থায় ফেরি ঘাটে ভিড়াতে গেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়ার ঝুঁকি থাকে। মতিরহাট এলাকায় ফেরি চলাচলের বিষয়টি আরো পরীক্ষা করা সমীচীন হবে। সভাপতি জানান য, ফেরি ঘাট মতিরহাটে স্থানান্তরের বিষয়টি স্থানীয় সরকার বিভাগ ও সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সাথে সম্পর্কিত। এবিষয়ে আন্তমন্ত্রণালয় সভা করার পূর্বে বিষয়টি আরো ভালোভাবে পরীক্ষা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে যুগ্ম-সচিব (টিএ) কে আহ্বায়ক করে বিআইডব্লিউটিএ ও বিআইডব্লিউটিসির প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে কমিটিকে ০১ (এক) মাসের মধ্যে প্রতিবেদন প্রদানের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়।		
০৪.	যশোরের নওয়াপাড়া নৌবন্দরকে আধুনিকায়ন করতে হবে। (প্রস্তাবকারীঃ জেলা প্রশাসক যশোর)	সভায় চেয়ারম্যান বিআইডব্লিউটিএ জানান যে, যশোরের নোয়াপাড়া নৌবন্দরটি বিআইডব্লিউটিএ'র বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে একটি ফিজিবিলিট স্ট্যাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রকল্প প্রণয়ন করে গত ০২-০৫-২০২১ তারিখে নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি প্রক্রিয়াকরণের জন্য গত ১৭-০৬-২০২১ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনে গত ২৬-০৮-২০২১ তারিখে পিইসি সভা আনুষ্ঠিত হয়েছে। আরো একটি সভা করে পর্যবেক্ষনসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে মর্মে সভাকে জানানো হয়।	বিআইডব্লিউটিএ হতে হালনাগাদ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	বিআডব্লিউটিএ
০৫.	কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলায় প্রাগপুর ইউনিয়নে স্থল বন্দর নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (প্রস্তাবকারীঃ জেলা প্রশাসক কুষ্টিয়া)	সভায় বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের সদস্য (ট্রাফিক) জানান যে, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর স্থলবন্দর স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাগপুর শুল্ক স্টেশন চালু এবং ভারতীয় কর্তৃপক্ষ তাদের অংশে শুল্ক স্টেশনটি ঘোষণা করার জন্য এ মন্ত্রণালায়ের মাধ্যমে বাণিজ্য, পররাষ্ট্র এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে অনুরোধ করা হয়। সে প্রেক্ষিতে প্রাগপুর-শিকারপুর সীমান্তে শুল্ক স্টেশন খোলার বিষয়ে দু'দেশের Joint Group of Customs এর সভায় উপস্থাপন করা হবে মর্মে জানানো হয়। এছাড়া পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ১/৮/২০১৮ খ্রি: তারিখের পত্রে ভারতীয় হাইকমিশনের সূত্র বরাতে জানায় যে, বেনাপোল-পেট্রাপোল এর উপর চাপ কমানোর জন্য ভারত সরকার নদীয়া জেলার শিকারপুরে Integrated Check Post (ICP) খোলার আগ্রহ প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, ভারতের নদীয়া জেলার শিকারপুরের বিপরীতে বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার প্রাগপুর অবস্থিত। প্রাগপুর শুল্কস্টেশন চালু হলে উক্ত শুল্কস্টেশনটি স্থলবন্দর ঘোষণার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হবে। শুল্কস্টেশন চালুর বিষয়টি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এখতিয়ার। বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের ০৮/০৪/২০২১ তারিখে ১৯৫ নং স্মারকে কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার প্রাগপুর স্থলবন্দর নির্মাণের জন্য সম্ভব্যতা যাচাই, জমি প্রাপ্যতা, আমদানি-রপ্তানি পণ্যের বিবরণ (যদি থাকে), ভবিষ্যত সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য/উপাত্ত সংগ্রপূর্বক বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন প্রদানের জন্য ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। সভায় আরো জানানো	১। কুষ্টিয়া জেলার প্রাগপুরে স্থলবন্দর স্থাপনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত সংগ্রহ করতে হবে। ২। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত ও বাস্তবক কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদনসহ বিষয়টি নিষ্পন্ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের বাস্তবক অধিশাখা ও বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ।

		হয় যে, কুষ্টিয়া জেলার দর্শনা স্থলবন্দর নির্মাণের কার্যক্রম চলমান আছে। দুটি স্থলবন্দররের দূরত্ব বেশি না হওয়ায় কুষ্টিয়া জেলার প্রাগপুরে স্থলবন্দর স্থাপন ফলপ্রসু হবেনা। সভাপতি জানান যে, কুষ্টিয়া জেলার প্রাগপুরে স্থলবন্দর স্থাপনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের মতামত সংগ্রহ করতে হবে এবং বাস্থবক কর্তৃক গঠিত কমিটির প্রতিবেদনসহ বিষয়টি নিষ্পন্ন করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়।		

দীর্ঘমেয়াদী :

ক্রমিক	জেলা প্রশাসক সম্মেলনের অবাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থা
০২.	নোয়াখালী নৌবন্দর স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (প্রস্তাবকারীঃ জেলা প্রশাসক নোয়াখালী)	সভায় যুগ্ম সচিব (টিএ) জানান যে, কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজী এলাকায় 'নদী বন্দর' এর পরিবর্তে 'সমুদ্র বন্দর' স্থাপন করা যায় কিনা সে বিষয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃক সমীক্ষা করা হয়। সমীক্ষায় দেখা যে, সমুদ্র বন্দর স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় পানির গভীরতা নেই। এ প্রেক্ষাপটে সমুদ্র বন্দরের পরিবর্তে সোনাগাজী-কোম্পানীগঞ্জ এলাকায় নদী বন্দর স্থাপন করা যেতে পারে মর্মে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ হতে গত ১৪-০৭-২০২১ তারিখে মতামত দিয়েছে এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজী এলাকায় 'নদী বন্দর' স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এলক্ষ্যে বিআইডব্লিউটিএ হতে প্রাপ্ত এই বন্দরটির পোর্ট লিমিট গেজেট আকারে প্রকাশ করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে।	কোম্পানীগঞ্জ-সোনাগাজী এলাকায় 'নদী বন্দর' স্থাপনের কার্যক্রম দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে।	মন্ত্রণালয়ের টিএঅধিশাখা ও বিআইডব্লিউটিএ

০২. সভায় আর কোন আলোচ্যসূচি না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখঃ ০৭/০৯/২০২১ খ্রিঃ।
(মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী)
সচিব
নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ১৮.০০.০০০০.০১৬.০৯.০০৬.১৯-২৪৪

তারিখ ২৪ ভাদ্র ১৪২৮ ব:
০৮ সেপ্টেম্বর ২০২১ খ্রি:

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। চেয়ারম্যান, বিআইডব্লিউটিএ/বিআইডব্লিউটিসি/বাস্থবক, ঢাকা।
২। যুগ্মসচিব (টিএ/টিসি/বাস্থবক), নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৩। উপসচিব, টিএ/টিসি ও বিএসি/বাস্থবক অধিশাখা, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।
৫। সিস্টেম এনালিস্ট, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ
৬। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বন্দর/সংস্থা-১/সংস্থা-২) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা,নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।

৮.৯.২১
(মো: আলাউদ্দিন)
সহকারী সচিব
ফোনঃ৯৫৪৫৭১৬